কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে হাফিজুল সরদার (৩৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নের গেটপাড়া এলাকায় ১৮০/২ নম্বর রেলওয়ে পিলারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাফিজুল মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের আমিনুদ্দিন সরদারের ছেলে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে পরিবারের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান হাফিজুল। এরপর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তার মরদেহ শনাক্ত করেন।

স্বজনরা আরও জানান, হাফিজুল স্থানীয় পোড়াদহ বাজারে জুতা- স্যান্ডেলের ব্যবসা করতেন। এর আগে তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম জানান, দুপুরে খুলনা থেকে ঢাকাগামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে এক মাস পরেও সন্ধান মেলেনি মানসিক

প্রতিবন্ধী এক যুবকের

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার হাকিমপুর গ্রামের এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবক নিখোঁজ রয়েছেন প্রায় এক মাস ৯ দিন ধরে। নিখোঁজ যুবকের নাম রিপন হোসেন (৩৪)।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ মার্চ রাত আনুমানিক ৮টার দিকে রিপন হোসেন প্রাকৃতিক ডাকের কথা বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে আর তিনি বাড়িতে ফেরেননি। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, যা পরিবারের মধ্যে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করছে।

নিখোঁজ রিপনের বাবা আফজাল হোসেন বলেন, “আমার একমাত্র সন্তান রিপন মানসিক প্রতিবন্ধী। সেদিন রাতে হঠাৎ করেই বাইরে যায়, আমরা ভেবেছিলাম হয়তো একটু পরেই ফিরে আসবে। কিন্তু এরপর আর কোনো খোঁজ মেলেনি।

আত্মীয়-স্বজন, হাসপাতাল, আশপাশের গ্রামÑসবখানে খোঁজ নিয়েছি। কোথাও তাকে পাইনি।” তিনি আরও জানান, ছেলেকে না পেয়ে পরদিনই হরিণাকুন্ডু থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। কিন্তু এতদিনেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। রিপনের স্ত্রীও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি।

রিপনের স্ত্রী ডলি বেগম জানান, “আমার স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে আমি ও আমার সন্তানরা প্রতিদিন অপেক্ষা করছি। ১০ বছর বয়সী বড় ছেলে প্রায়ই জিজ্ঞেস করেÑ‘আব্বু কবে আসবে?’ ছোট মেয়েটা প্রতিদিন বাবার ছবির দিকে চেয়ে থাকে।”

মানসিক প্রতিবন্ধী রিপনের ঘরে রয়েছে তিনটি অবুঝ মুখ-দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বাবার অনুপস্থিতিতে পরিবারটি চরম অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। রিপনের বাবা আফজাল হোসেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, “আমার সন্তানের সন্ধান কেউ পেলে দয়া করে আমার এই নম্বরে জানানোর অনুরোধ করছিÑ ০১৭৮৮-৪৮৫১৭৪।

সবার সহায়তায় হয়তো আমার ছেলেকে ফিরে পেতে পারি।” পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ রিপনের সন্ধানে মানবিক সহায়তা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদটি ছড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি, যুবককে গণধোলাই

মেহেরপুর শহরে আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করায় হাফিজুল ইসলাম (৩৫) নামের এক রিকশাচালককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে জনতা।

বুধবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই ঘটনা ঘটে। হাফিজুল মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং বাবলুর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ইসলাম, মুসলিম, ঈমান ও ফিলিস্তিন বিষয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে মানববন্ধন চলছিল। এ মানববন্ধনটি মেহেরপুরের আলোচিত নাস্তিক চঞ্চল আহমেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজন করে জেলা তৌহিদী জনতা।

মানববন্ধন চলাকালীন হাফিজুল রিকশা চালিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করলে উপস্থিত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে তাকে সদর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেসবাহ উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের চঞ্চল আহমেদ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে ইসলাম, ধর্ম ও ফিলিস্তিন নিয়ে কটূক্তি করেন। তারও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি হুসাইন আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক মুফতি মিনারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মাহবুবুর রহমানসহ স্থানীয় তৌহিদী জনতা।

মুজিবনগরের বিদ্যাধরপুরে যুবকের পা ভাঙলেন সেনাসদস্য, থানায় মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামে তৌহিদ নামের এক যুককের উপর হামলা চালিয়ে তার পা ভেঙে দিয়েছে সাজিদ আহসান সাজু নামের এক সেনাসদস্য।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে সেনাসদস্যসহ তার পরিবারের চারচজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এ ঘটনার পরপরই তিনি ছুটি শেষ হওয়ার আগেই কাজে যোগ দিয়েছেন নিজেকে নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করছেন। তবে তার মোবাইল ট্র্যাক করলেই সত্যতা পাওয়া যাবে বলে অভিযোগকারীরা দাবী জানিয়েছেন।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে প্রাণ নাশের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তৌহিদের পরিবারকে।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা একটি জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। সেই জমিতে নতুন করে তারের বেড়া নির্মাণ করতে গেলে প্রতিবেশী লুৎফর রহমানের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (৫৫), মোস্তাক হোসেন, মোস্তাক হোসেনের ছেলে সেনাসদস্য সাজিদ আহসান সাজু (৩০), মোঃ রাজু (৩৫), মোঃ রাকিব (২৫)।

অভিযোগ অনুযায়ী, ১ মার্চ সকাল ৮টার দিকে মোছাঃ মেরিনা খাতুনের স্বামী মোঃ আফজালুল হক স্থানীয় দুই শ্রমিকের সাহায্যে তারের বেড়া বাঁধার কাজ শুরু করেন। তখন ১ নম্বর আসামি আব্দুল কুদ্দুস এসে কাজে বাধা দেন ও গালিগালাজ করেন। পরে ২ মার্চ সকাল ৭টার দিকে পুনরায় বেড়া বাঁধার কাজ শুরু হলে আসামিরা সংঘবদ্ধ হয়ে এসে বেড়া ভেঙে ফেলেন এবং প্রায় ১৫ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন করেন।

এ সময় তৌহিদ ঘটনাস্থলে গেলে আসামিরা তার ওপর হামলা চালায়। এ সময়

সেনা সদস্য সাজু লোহার শাবল দিয়ে তৌহিদের বাম পায়ে আঘাত করে, যার ফলে তার হাড় ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল রেফার্ড করে। পরে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
তৌহিদের মা মেরিনা খাতুন জানান, আসামিরা এলাকায় প্রভাবশালী এবং বিভিন্নভাবে তাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচার চাই।

তবে, অভিযুক্ত সেনাসদস্য সাজিদ আহসানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, সেনাসদস্যর বিষয়ে সেনানিবাসে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরা হলো না প্রবাস ফেরৎ যুবকের

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত আলগামনের সাথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাগর মিয়া (২৪) নামের এক সৌদি প্রবাস ফেরত এক যুবক হয়েছেন।

আজ শনিবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কের চৌগাছা এতিম খানার সামনে এই সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত সাগর মিয়া গাংনী উপজেলার (কুঠি) ভাটপাড়া গ্রামের তোজাম্মেল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত সাগর মিয়া গাংনী বাজার থেকে মোটরসাইকেল যোগে ভাটপাড়াতে ফিরছিলেন। চৌগাছা এতিমখানার অদুরে নাবিল ফার্নিচারের কাছে একটি পাখিভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আলগামনের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে সাগর মিয়া রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হন। তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা

করেন।

নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সাগর মিয়া বিয়ে করার উদ্যেশ্যে গত ৪ দিন আগে ২ মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। ঈদের পরের দিন গাংনী উপজেলার রাজনগর গ্রামে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আজ বিকালে তিনি গাংনী বাজারে নিজের বিয়ের কিছু বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনায় দু’গ্রামবাসীর সংঘর্ষে যুবক নিহত

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন
(২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। পুড়ে গেছে একটি মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপ। সেখানে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল ভষ্মিভুত হয়েছে। এঘটনায় পুলিশের অবেহলাকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় হোসেন একই উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের সাহাদত আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রামনগর গ্রামের মিরা ইসলাম একটি নতুন ট্রাক্টর কিনেছেন। তার ছেলে ট্রাকটর নিয়ে চরগোয়াল গ্রামে যায়। এসময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় চরগোয়াল গ্রামের একটি ঈদগাহের গেট ভেঙ্গে যায়। ঈদগাহের গেট ভেঙে যাওয়ায় ওই গ্রামের লোকজন ট্রাক্টরের চাবি নিয়ে নেয়। এসময় রামনগর গ্রামের জান্নাত মোটররসাইকেল ওয়ার্কসপে বসে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের এক পযার্য়ে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে হৃদয় হোসেন মাথায় লাঠির আঘাত লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে

উদ্ধার করে বামন্দিতে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, হৃদয় হোসেনের মৃত্যুর খবর চরগোয়াল গ্রামে পৌছালে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রামনগরের গিয়ে জান্নাতের মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপে ভাংচুর, লটুপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন। এতে কয়েকটি মোটরসাইকেলসহ পুরো দো্কান পুড়ে ভষ্মিভুত হয়।

তবে চরগোয়াল গ্রামের জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জান্নাতের ওয়ার্কসপে বসে মিমাংসার কথাবার্তা হচ্ছিল। এসময় জান্নাত বলে আমার দোকানে কি বলে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে। তার হাতুড়ির আঘাতে হৃদয়ের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার শুরুতে খায়রুল নামের এক দারোগাকে ফোন করি। তিনি আসছি আসছি বলে না আসায় এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আসলে হয়তো বড় ধরণের ঘটনা ঘটতো না।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইল বলেন, ঘটনাস্থলে আছি। তদন্ত চলছে।

গাংনীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ র্যাবের জালে ৩ যুবক

প্রতিপক্ষকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ফাঁসাতে গিয়ে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের ৩ জন অস্ত্রসহ র্যাবের হাতে আটক হয়েছে।

গতকাল বুধবার দিবাগত মধ্য রাতে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি ৩ গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে তাদেরকে আটক করা হয়।

তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি ওয়ান শুটারগান এবং দুইটি

বাটন মোবাইল ফোন।

আটককৃতরা হলেন গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের তরিকুল ইসলাম, জেনারুল ইসলাম ও সামিম আজাদ ওরফে বাবুল।

র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হক জানান, ছাতিয়ান গ্রামের ওমর আলীর ছেলে রতন আলী নামের এক ব্যক্তিকে ফাঁসাতে তার বসতবাড়ির ভিতরে মাটির নিচে অস্ত্র পুতে রেখে র্যাবকে খবর দেন আটক তিন জন। রতনকে ফাঁসাতে অস্ত্র রাখা হয়েছে বলে নিশ্চিত হয় র্যাব। রাতে অভিযান চালিয়ে ওই দিনজনকে আটক করার পর তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক রতনের বসতবাড়িতে পুতে রাখা একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করা হয়। এদের আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করলে রতনকে ফাঁসাতে অস্ত্র রাখার বিষয়টি স্বীকার করে তারা।

আটক তরিকুল, জেনারুল ও বাবলুর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অস্ত্র আইনে মামলাসহ সোপর্দ করা হয়ে হয়েছে বলে জানায় র্যাব কমান্ডার।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে অস্ত্রসহ যুবক আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি ও দু’টি ম্যাগাজিনসহ নান্টু মিয়া (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার সীমান্তবর্তী চিলমারী ইউনিয়নের ক্লিকের মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে চিলমারী বিওপির সদস্যরা নান্টুকে আটক করে।

আটককৃত নান্টু উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বালিদিয়ার গ্রামের মৃত আদালত প্রামাণিকের ছেলে। এ ঘটনায় পলাতক রুহুল একই ইউনিয়নের মাঝদিয়া গ্রামের হাফিজের ছেলে।

বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টি জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সুনির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান পিএসসি-এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় ১৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে দৌলতপুরের চরচিলমারী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ৮৪/১-এস হতে আনুমানিক ২.৫ কি. মি. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্লিকের মাঠ নামক স্থানে নম্বর-৬৭২৬৯ হাবিলদার মো. এমদাদুল হকের নেতৃত্বে বিশেষ টহল দল দু’জন যাত্রীসহ আগত একটি মোটরসাইকেলকে থামার সংকেত দেয়।

এ সময় বাইকের চালক একটি পিস্তল পার্শ্ববর্তী গম ক্ষেতে ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাৎক্ষণিকভাবে টহল দল ঘটনাস্থল হতে মোটরসাইকেল চালক মো. নান্টু মিয়াকে আটক করে এবং পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিন জব্দ করে। এ ঘটনায় দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করে আটক নান্টুকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে রানা মণ্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২ টার দিকে উপজেলার সড়াতলা গ্রামের নিজ ঘরের আড়া থেকে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

রানা মন্ডল ওই গ্রামের মঈনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রানার স্ত্রী শম্পা খাতুনকে আটক করেছে।

প্রতিবেশীরা জানান, স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন ধরে বনিবনা হচ্ছিল না রানার। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতো।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান কালের কণ্ঠকে

বলেন, ‘ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে।’

হরিণাকুন্ডুতে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৮

ঝিনাইদহের হরিণাকণ্ডুতে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তাফসীর মাহফিলের আয়জনকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে মোশাররফ হোসেন
(৪৫) নামের একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৮ জন।

মঙ্গলবার সকালে হরিনাকুণ্ড উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের হাকিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। চাঁদপুর ইউনিয়নের মেম্বর আশরাফ উদ্দীন স্বপন জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের দবির মন্ডল ও তার ভাই খবির মন্ডলের সাথে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একই গ্রামের মহিন, বকুল ও সাঈদের সমর্থকদের বিরোধ চলে আসছিলো।

সোমবার সন্ধ্যায় গ্রামে তাফসীর মাহফিল আয়োজন নিয়ে মিটিংয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জেরে সকালে দবির ও মোশাররফ গ্রামের মাঠে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাদের উপর হামলা চালায়। এঘটনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে দু’পক্ষের অন্তত ৮/১০ জন আহত হয়।

আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মোশাররফ হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত মোশাররফ হোসেন ওই গ্রামের খবির মন্ডলের ছেলে এবং পেশায় একজন দলিল লেখক। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা: মাহবুবুল আলম বলেন, সকালে হরিণাকুন্ডু থেকে কয়েকজন রোগী এসেছিলো।

এদের মধ্যে আমরা মোশাররফকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই

পরিবারের মধ্যে বিরোধ ছিল। এ ঘটনায় মোশাররফ হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে আহত করা হলে হাসপাতালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় মহিন নামের একজনকে আমরা আটক করে হেফাজতে নিয়েছি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।